তারিখ ... 1 FEB 2017
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

যুগান্তর

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু কাল

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রশ্নফাঁস রোধে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার কেন্দ্রে স্মার্টফোন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুধু কেন্দ্র সচিব যোগাযোগের জন্য ক্যামেরাবিহীন মোবাইল ফোন সঙ্গে রাখতে পারবেন। অন্য কেউ পরীক্ষার হলে কোনো ধরনের ফোন নিয়ে যেতে পারবেন না। মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এসব কথা জানান। দেশের বাইরে আটটি কেন্দ্রসহ সারা দেশে আগামীকাল এই পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এতে এবার ১৭ লাখ ৮৬ হাজার ৬১৩ জন শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। এদিকে

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু কাল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

এবারে মাধ্যমিক পর্যায়ে দু'বছরে দুই লাখ ৮৭ হাজার শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। নবম শ্রেণীতে এসব শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করেছিল। কিন্তু এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে পারেনি তারা। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এসএসসি পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন যতটা সম্ভব নিখুঁত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে পরীক্ষকদের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা এবং মডেল-উত্তর দেয়া হবে। এ ছাড়া পরীক্ষার খাতা বিতরণকালে প্রত্যেক পরীক্ষককে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে

কেন্দ্র সচিবের হাতেও স্মার্টফোন নয়

মোট পরীক্ষার্থী ১৭৮৬৬১৩, দু'বছরে ঝরে পড়ল ১৮৬৮২৯ জন

কেন্দ্রে স্মার্টফোন নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস রোধে সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছি। প্রশ্নফাঁসের শেষ সন্দেহপ্রবণ স্থান পরীক্ষার কেন্দ্র। পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খোলা হয়। তখন যাতে কেউ প্রশ্নের ছবি তুলে তা বাইরে পাঠাতে না পারে সেজন্য স্মার্টফোন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তিনি বলেন, কেন্দ্র সচিব ছাড়া কেউ পরীক্ষার হলে মোবাইল নিতে পারবেন না। সচিবের দায়িত্ব সবার কাছ থেকে মোবাইল নিয়ে ড্রয়ারে আটকে রাখা। সচিব ক্যামেরাবিহীন মোবাইল ব্যবহার করবেন। কেননা যোগাযোগের জন্য তাকে প্রয়োজন পড়তে পারে।

শিক্ষামন্ত্রীর দেয়া তথ্য অনুযায়ী, এবার মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯ লাখ ১০ হাজার ৫৫১ জন ছাত্র এবং আট লাখ ৭৬ হাজার ১১২ জন ছাত্রী। এবার এ পরীক্ষায় এক লাখ ৩৫ হাজার ৯০ শিক্ষার্থী বেড়েছে। গত বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১৬ লখ ৫১ হাজার ৫২৩ পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল।

শিক্ষামন্ত্রী আরো জানান, এবার আট বোর্ডের অধীনে এসএসসিতে ১৪ লাখ ২৫ হাজার ৯০০ জন, মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে দাখিলে দুই লাখ ৫৬ হাজার ৫০১ ও এসএসসি ভোকেশনালে (কারিগরি) এক লাখ চার হাজার ২১২ শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে। এর মধ্যে নিয়মিত ১৬ লাখ সাত হাজার ১২৪ জন। অনিয়মিত এক লাখ ৭৬ হাজার ১৯৮ ও বিশেষ (এক থেকে চার বিষয়ে ফেল) ৩০ হাজার ৯০০ জন। মানোন্নয়ন পরীক্ষার্থী তিন হাজার ২৯১ জন। তিনি বলেন, এবার তিন হাজার ২৩৬টি কেন্দ্রে ২৮ হাজার ৩৪৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেবে। বিদেশে আটটি কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী ৪৪৬ জন।

ঝরে পড়ল ১৮৬৮২৯ জন : ১৮৬৮২৯ জন শিক্ষার্থী নবম শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশন করলেও এবার পরীক্ষা দিচ্ছে না। সেই হিসাবে তারা ঝরে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, আমার বোর্ডেই এ ধরনের ৪৪ হাজার শিক্ষার্থী আছে। এর একটি অংশ ছাত্রী, যাদের বিয়ে হয়ে গেছে। আরেকটি অংশ নবম শ্রেণীর ফাইনাল বা টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। অন্য কোনো কারণ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখব। ঝরে পড়া সবচেয়ে বেশি কারিগরি বোর্ডে, ৬৮ হাজার। মাদ্রাসা বোর্ডে ঝরে পড়েছে ৪৭ হাজার। তৃতীয় অবস্থানে ঢাকা বোর্ড।

৭ দিন আগে শেষ হবে পরীক্ষা : ঢাকা বোর্ড চেয়ারম্যান বলেন, গত বছরের তুলনায় সবমিলিয়ে এবার সাত দিন আগে শেষ হবে পরীক্ষা। তবে এ জন্য শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। পরীক্ষায় বিরতি আগের মতোই আছে।